একনজরে কয়েকটি সরকারি প্রকল্প

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভূমিকা

মৌলিক পরিষেবার সুযোগ রাজ্যের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও আয়সৃজনের জন্যও নানাবিধ প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। এইসব সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে রাজ্যের সাধারণ মানুষ তাঁদের জীবনযাপনের মানোন্নয়ন ঘটাতে পারছেন। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে এই ঘটনা বিশেষ মাত্রা যোগ করছে।

গত ছয় বছরে রাজ্যে চালু হওয়া ও চালু থাকা গুরুত্বপূর্ণ পথিকৃৎ প্রকল্পগুলির মাধ্যমে যেসব সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে ও যাবে সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় তথ্য-সহ এই পুস্তিকা প্রকাশ করা হল।

সুচিপত্র

সবুজশ্রী	৩
খাদ্যসাথী	৪
সুফল বাংলা	৫
গীতাঞ্জলি	৬
নিজ গৃহ নিজ ভূমি	৭
কন্যাশ্রী	৮
সবলা	১০
কিশোরী শক্তি যোজনা	১০
মুক্তির আলো	১১
স্বাবলম্বন স্পেশাল	১২
শিক্ষাশ্রী	১৩
সবুজসাথী	১৪
যুবশ্রী	১৬
গতিধারা	১৭
লোকপ্রসার	১৮
স্বাস্থ্য সাথী	২০
শিশুসাথী	২২
মাভৈঃ	২৩
স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প	২৪
পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর সহায়ক প্রকল্প	২৬
মুক্তিধারা	২৭
সামাজিক সুরক্ষা যোজনা-২০১৭	২৮
সমব্যথী	৩১
সময়ের সাথী	৩২

প্রকল্পের নাম : সবুজশ্রী

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** বন দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে জন্মগ্রহণের পরপরই একটি মূল্যবান গাছের চারা দেওয়া হচ্ছে।

  ওই চারাটি শিশুর নামে লাগাতে হবে এবং শিশুর সঙ্গে সঙ্গে চারাটি বড়ো হবে। শিশুর পরিবার চারাটিকে ও শিশুকে সযত্নে লালনপালন করবে। শিশু বড়ো হলে শিশুর প্রয়োজনে ওই চারা থেকে বেড়ে ওঠা বৃক্ষটিকে আর্থিক কারণে বা প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। এর ফলে শিশুটির ভবিষ্যতের আর্থিক সুরাহার পাশাপাশি গাছটি 'জীবজগৎ'-কেও এতগুলো বছর ধরে অনেক কিছুই দেবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৬-র ১৯ ডিসেম্বর এই প্রকল্পের সূচনা করেন।

  প্রকল্পের সুবিধাভোগী প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যের প্রতিটি নবজাতক এবং পরোক্ষভাবে প্রতিটি রাজ্যবাসী। এটি একটি বহুমুখী পরিকল্পনা।

  এই প্রকল্পের মাধ্যমে 'সবুজ বাংলা' গড়ে তোলা হচ্ছে। অন্যদিকে প্রকৃতি ও মানবসন্তান-এর মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও অনুভূতি গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে নিঃসন্দেহে তা অভিনব।
- **প্রকল্পের সুযোগ কারা পাবেন :** রাজ্যের নবজাতকেরা।
- **যোগাযোগ :** প্রতিটি শিশু জন্মানোর পর বনদপ্তর থেকে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই চারা তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

প্রকল্পের নাম : খাদ্য সাথী

দপ্তর বা বিভাগের নাম : খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর

- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** সুলভ মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা দেওয়াই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গের ৮ কোটি ৬৬ লক্ষ মানুষ অর্থাৎ রাজ্যের ৯০.৬ শতাংশ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তার আওতায় এসেছেন।

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন এবং রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনার মাধ্যমে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত পরিবার, বিশেষ অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত পরিবার ও রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা-১ এর তালিকাভুক্ত পরিবারের সমস্ত মানুষের কাছে রাজ্য সরকার দুটাকা কেজি দরে খাদ্যশস্য পৌঁছে দিচ্ছে।

খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অনুপ্রেরণায় ৪০ লক্ষের বেশি মানুষের জন্য বিশেষ প্যাকেজের মাধ্যমে স্বাভাবিক বরাদ্দের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে। জঙ্গলমহল, আয়লায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার, চা-বাগানের সমস্ত পরিবার, দার্জিলিং-এর পাহাড়বাসী, সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষক পরিবার, টোটোপাড়ার আদিম জনজাতিভুক্ত পরিবার এই বিশেষ প্যাকেজের আওতায় আছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পুষ্টি-পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন শিশু, মা ও তাদের পরিবারের জন্য মাসে ৫ কিলোগ্রাম চাল, ২.৫ কিলোগ্রাম গম, ১ কিলোগ্রাম মুসুর ডাল ও ১ কিলোগ্রাম ছোলা বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে 'বিশেষ কুপন' চালু করে।

গণবন্টন ব্যবস্থা স্বচ্ছ ও গতিশীল করার জন্য ডিজিটাল রেশন কার্ডের প্রচলন ও সার্বিক কম্পিউটার ব্যবস্থাপনার সফল প্রয়োগ গত পাঁচ বছরে সম্ভব হয়েছে।

- **যোগাযোগ :** প্রতিটি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ ও খাদ্য পরিদর্শক। পুরসভার ক্ষেত্রে মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের করণ। এছাড়া খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের শুল্কমুক্ত ফোন নং ১৯৬৭ ও ১৮০০-৩৪৫-৫৫০৫ প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা।

প্রকল্পের নাম: সুফল বাংলা

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** কৃষি বিপণন দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** ২০১৪-র ২৯ সেপ্টেম্বর এই প্রকল্প চালু হয়। চাষিদের কাছ থেকে লাভজনক দামে সরাসরি কৃষিজ পণ্য সংগ্রহ করে, যুক্তিযুক্ত দামে, তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় চলমান অথবা স্থায়ী বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে। এইসব 'সুফল বাংলা' বিপণিতে এক ছাদের তলায় সবজি, ফল, মাংস, দুধ, মাংস এবং দুধজাত দ্রব্য, চাল, ডাল, সব ধরনের সুগন্ধি চাল পাওয়া যায়। এখনও পর্যন্ত ৪০টি বিপণি খোলা হয়েছে। সিঙ্গুর তাপসী মালিক কৃষক বাজার এই প্রকল্পের মুখ্য কেন্দ্র। প্রকল্পের ওয়েবসাইটে প্রতিদিন কৃষিপণ্য ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য প্রচার করা হয়।
- **কারা আবেদন করতে পারবেন:** ফসল বিক্রির জন্য ব্যক্তি-কৃষক এবং কৃষক দল নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন এবং নিবন্ধীকৃত ফার্মার্স প্রোডিউসারস কোম্পানি লিমিটেডগুলি বিপণি পরিচালনার জন্য আবেদন করতে পারবেন।
- **যোগাযোগ:** কৃষিজ বিপণন দপ্তরের প্রকল্প ব্যবস্থাপন ইউনিট (PMU) এই প্রকল্প পরিচালনা করে। উল্টোডাঙার উত্তরাপণে প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ে অথবা জেলা ও মহকুমার সংশ্লিষ্ট কৃষি বিপণন বিভাগের দপ্তরে যোগাযোগ করতে পারেন। ওয়েবসাইট : www.sufalbangla.in

প্রকল্পের নাম: গীতাঞ্জলি

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** আবাসন দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** প্রত্যেকের সুনিশ্চিত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। সুস্থ জীবনযাপনের অন্যতম শর্তই হল নিজের একটি বাড়ি। যে কোনও মানুষের কাছে এটি একটি স্বপ্ন। কেউ নিজের চেষ্টায় ও সামর্থ্যে এই স্বপ্নপূরণ করতে পারেন। কেউ বা বংশপরম্পরায় স্বপ্নই দেখে যেতেন এতদিন।

  বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে অনেকের জীবনেই এই মৌলিক চাহিদার স্বপ্ন পূরণ হয়ে চলেছে। এরকমই একটি স্বপ্নপূরণ-এর প্রকল্প—গীতাঞ্জলি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের পাশে রয়েছে রাজ্য সরকার। গ্রামীণ এলাকা তো বটেই, শহরতলির মানুষ—যাঁদের নির্দিষ্ট ঘরবাড়ি নেই, তাঁদেরও মাথার ওপর ছাদ করে দিচ্ছে আবাসন দপ্তর। শুধু নিজের জমিটুকু থাকতে হবে এবং তাতে যেন আইনি জটিলতা না থাকে।

  রাজ্য সরকার, এই প্রকল্পে, প্রতি বাড়ি তৈরির জন্য সমতল এলাকায় ৭০ হাজার টাকা এবং দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে ও সুন্দরবন এলাকায় ৭৫ হাজার টাকা করে দিচ্ছে। জেলাশাসকের মাধ্যমে প্রথমে ৭০ শতাংশ এবং পরে ৩০ শতাংশ সুবিধাপ্রাপকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা পড়ে যাচ্ছে।
- **কারা আবেদন করতে পারবেন:** গৃহহীন অথচ জমি আছে এমন ব্যক্তি যাঁর মাসিক আয় ৬০০০ টাকা বা তার কম তিনি যোগাযোগ করতে পারেন। এককথায়, রাজ্যের প্রত্যেক দরিদ্র মানুষ, বিশেষ করে বন্যা বা নদী ভাঙনে যাঁদের ছাদ ভেসে গিয়েছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে।
- **যোগাযোগ:** জেলাস্তরে প্রত্যেক মহকুমা শাসক (এসডিও) এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও)-এর অফিসে যোগাযোগ করা যাবে। প্রতি জেলার জেলাশাসক এবং একজন অতিরিক্ত জেলাশাসক (এডিএম) পুরো প্রকল্পের তদারকি করছেন।

প্রকল্পের নাম : নিজ গৃহ নিজ ভূমি

- **দপ্তরের নাম :** ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুর্নবাসন দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** রাজ্যের ভূমিহীন দরিদ্র মানুষদের স্থায়ী আশ্রয় এবং আশ্রয়কে কেন্দ্র করে জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন। এটি একধরনের পুনর্বাসন প্রকল্প।

সরকারের খাস জমি ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে ৫ শতক করে চাষ ও বাসের জন্য দান করা হচ্ছে। ওই জমিতে অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাড়ি তৈরি, রাস্তা তৈরি, জল-আলো-নিকাশির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাড়ি সংলগ্ন জমিতে চাষবাস, প্রাণীপালন, কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প, সংলগ্ন অঞ্চলে পুকুর কেটে মাছ চাষ করানো, স্থানীয়ভাবে সুলভ কাঁচামাল ব্যবহার করে নানা পণ্য তৈরির প্রশিক্ষণ ও বিক্রির ব্যবস্থা—এইসব নানা কাজের মধ্যে দিয়ে এই 'ভূমি-দান' প্রকল্প একটি বহুমুখী প্রকল্প হিসেবে সার্থক হয়ে উঠছে।

২০১১-র ১৮ অক্টোবর এই প্রকল্পটি চালু করা হয়। বহুসংখ্যক মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে তাঁদের জীবনযাপনের মান উন্নত করে চলেছেন। ২০১৭-র এপ্রিল পর্যন্ত ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৫৫০ জন এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন।

- **কারা আবেদন করবেন :** কৃষি-কাজ, প্রাণীপালন, মৎস্য চাষ, হস্ত ও কুটিরশিল্প প্রভৃতি চিরাচরিত পেশার সঙ্গে আবহমান কাল ধরে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও আজও যাঁরা একটুকরো জমির মালিক হতে পারেননি এবং বসতজমি কেনার ক্ষমতাও নেই তাঁরাই এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রান্তিক মানুষজনও এই সুবিধা পাবেন।
- **যোগাযোগ :** বি এল অ্যান্ড এল আর অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রকল্পের নাম : কন্যাশ্রী

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** শিশু ও নারী উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** কন্যাশ্রী একটি আর্থিক উৎসাহদান প্রকল্প। কন্যাশ্রী প্রকল্পের সূচনা হয় মূলত কন্যা সন্তানদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে। দরিদ্র মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া ও উচ্চশিক্ষায় ধরে রাখাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিবাহিতা ছাত্রীদের (১৩ থেকে ১৯-এর মধ্যে বয়স) আর্থিক সহায়তা করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দু-ধরনের আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়। বার্ষিক ৭৫০ টাকা বৃত্তি (K1) এবং ২৫,০০০ টাকার এককালীন অনুদান (K2)। উচ্চমাধ্যমিকের পরও কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা চালু রাখার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের।

নারীশিক্ষার উন্নয়নে নতুন দিশা কন্যাশ্রী প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এই প্রকল্প চালু হয় ২০১৩ সালের ১ অক্টোবর তারিখে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র কন্যাশিশুদের শিক্ষায় উৎসাহিত করা হয়। 'কন্যাশ্রী' ভাতাপ্রাপ্ত ছাত্রীরা একটি নিজস্ব পরিচয়ে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে। তাদের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট-এ টাকা সরাসরি জমা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের নারী ও শিশু উন্নয়নে অনেকগুলি যুগান্তকারী প্রকল্প চালু করেছেন। তাঁর স্বপ্নের প্রকল্পগুলির মধ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্পটি অন্যতম। এই প্রকল্পের নামকরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। লোগোটিও তিনিই ডিজাইন করেছেন।

১৮ বছর পর্যন্ত মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক গঠন চলতে থাকে। ভবিষ্যতে যাতে তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে তাই তাদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে এই সময়ই উপযুক্ত।

'কন্যাশ্রী'-র মেয়েদের নানা প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাদের তৈরি পণ্য বিক্রিরও ব্যবস্থা হচ্ছে। বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুরে 'সুকন্যা' নামে তাদের একটি স্থায়ী বিপণি দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্রীড়া ও আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা জুড়ে। 'কন্যাশ্রী ফুটবল প্রতিযোগিতা'-ও আয়োজিত হচ্ছে। তাদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার এবং জীবনের সমস্যাগুলোকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য কন্যাশ্রী ক্লাব, কন্যাশ্রী সংঘ ও কন্যাশ্রী যোদ্ধা গড়ে তোলা হচ্ছে।

এই প্রকল্প কন্যাশিশুর জীবনকে আলাদা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে তাদের। কন্যাশ্রী-র মেয়েরাই গ্রামে গ্রামে সঠিক বয়সে বিয়ে দেওয়ার কথা বলছে, স্কুল-ছুট মেয়েদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনছে, মেয়েদের পড়াশোনা করানোর সুফল অভিভাবকদের বোঝাচ্ছে এবং আলাপ-আলোচনা ও নাটকের মাধ্যমে তারা জনমতও তৈরি করছে।

এর ফলে নারী শিক্ষার হার ও সঠিক বয়সে বিয়ের হার দুটিই বৃদ্ধি পাচ্ছে, কমছে লিঙ্গ-বৈষম্যও। নারীরা স্ব-নির্ভরতার পথে এগোচ্ছে। সার্বিক উন্নয়নে এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

৪০ লক্ষ ছাত্রী এই রাজ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (১৯-০৫-২০১৭ পর্যন্ত)।

সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জ কন্যাশ্রী প্রকল্পকে বিশ্বসেরা প্রকল্পের শিরোপা দিয়েছে। বিশ্বের ৫৫২টি প্রকল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রকল্প হিসেবে রাষ্ট্রপুঞ্জের '২০১৭ জন পরিষেবা পুরস্কার' অর্জন করেছে এই প্রকল্প। ২৩ জুন, ২০১৭ তারিখে রাষ্ট্রপুঞ্জের জন পরিষেবা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নেদারল্যান্ডস-এর হেগ শহরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

- **কারা আবেদন করতে পারবে :** সরকার স্বীকৃত নিয়মিত বা সমতুল মুক্ত বিদ্যালয়ে বা সমতুল বৃত্তিমূলক/কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠরতা কেবলমাত্র অবিবাহিতা মেয়েরাই আবেদন করতে পারবে। বার্ষিক ভাতার জন্য K-1 ফর্মে এবং এককালীন অনুদানের জন্য K-2 ফর্মে আবেদন করতে হবে।

  দুই ক্ষেত্রেই আবেদনকারীর পারিবারিক বার্ষিক আয় ১ লাখ ২০ হাজার টাকার মধ্যে থাকতে হবে এবং আবেদনকারীকে যে কোনও রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে এই প্রকল্পের জন্য একটি সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। বার্ষিক ৭৫০ টাকা হারে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। বয়স হতে হবে ১৩ থেকে ১৮ বছর। এককালীন ২৫,০০০ টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হচ্ছে বিদ্যালয়, কলেজ বা বৃত্তিমূলক/কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠরতা অবিবাহিতা মেয়েদের, আবেদন করার সময় যাঁদের বয়স ১৮ বছরের বেশি এবং ১৯ বছরের কম।

- **যোগাযোগ :** বিদ্যালয় বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রকল্পের নাম: কিশোরী শক্তি যোজনা

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** 'সবলা' প্রকল্পের অধীন ৭টি জেলার বাইরে যে জেলাগুলি আছে সেখানে ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সি কিশোরী কন্যাদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং উন্নয়নগত অবস্থানের উন্নতির জন্য চালু আছে সবলার অনুরূপ এই প্রকল্প। সমাজের উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে তাদের গড়ে তুলতে সাহায্য করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ওইসব জেলার ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সি কিশোরী কন্যারা এই সুযোগ পাবে। ব্লকস্তরে ও গ্রামস্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রকল্পের নাম: সবলা

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানগত উন্নতি ঘটিয়ে তাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা হচ্ছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। পরিপূরক পুষ্টির ব্যবস্থা করা হচ্ছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি খাবার অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের মাধ্যমে কিশোরীদের সরবরাহ করে। এইভাবে অপুষ্টি দূর করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, কৈশোর-জনিত প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য, পরিবার ও শিশুর সুরক্ষা এবং যত্নের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করা হচ্ছে কিশোরীদের মধ্যে। রাজ্যের ৭টি জেলায় 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় তৈরি করে এই প্রকল্প চলছে।

  গৃহকর্মে ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ এবং বিদ্যালয়-বহির্ভূত কিশোরীদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করার কাজ চলছে এই প্রকল্পে। তাঁদের 'কিশোরী কার্ড' নামে একটি কার্ড দেওয়া হচ্ছে যেখানে তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য দেওয়া থাকবে।
- **কারা আবেদন করতে পারবেন:** ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সি অবিবাহিতা কিশোরী কন্যারা। বর্তমানে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, নদিয়া, পুরুলিয়া, কলকাতা, মালদা এবং আলিপুরদুয়ার এই ৭টি জেলায় এই প্রকল্প চলছে।
- **যোগাযোগ:** গ্রামের অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে এবং ব্লকের সিডিপিও-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রকল্পের নাম: মুক্তির আলো

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** বিভিন্ন কারণে অনেক অল্পবয়সি মেয়ের স্থান হয় যৌনপল্লিতে অর্থাৎ রেডলাইট এরিয়াতে। বহুক্ষেত্রে তারা অন্য রাজ্যে বা দেশে পাচার হয়ে যায়। সবচেয়ে দুর্ভাগ্য, উদ্ধারের পরেও তাদের পরিবারে বা সমাজে ঠাঁই মেলে না।

  এই প্রথম সরকারি উদ্যোগে ও সম্পূর্ণ আর্থিক অনুদানে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যৌনকর্মীদের ও এই দুর্ভাগা নারী ও বালিকাদের পুনরুদ্ধারের পর কাউন্সেলিং এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে মুক্তির আলো প্রকল্পে।

  প্রশিক্ষণ চলাকালীন তাদের থাকা-খাওয়া, কাউন্সেলিং-এর সঙ্গে মাসিক ভাতারও বন্দোবস্ত করেছে সরকার। প্রশিক্ষণ শেষে ইচ্ছুক শিক্ষানবিশদের স্বাবলম্বনের জন্য এই প্রকল্প থেকে এককালীন মূলধনও দেওয়া হয়।

  পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রকল্পের নামকরণ ও শুভ সূচনা করেন গত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫।
- মুক্তির আলো প্রকল্পে ব্লক প্রিন্টিং ও স্পাইস গ্রাইন্ডিং-এর উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ‘ক্যাফেটেরিয়া ম্যানেজমেন্ট’ ও ‘টায়ার টিউবের পুনর্ব্যবহার’-এর উপর প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।
- **কারা প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন :** নারী পাচারের শিকার মহিলা ও বালিকারা, যৌনকর্মী এবং তাঁদের কন্যাসন্তানগণ।
- **কারা আবেদন করতে পারবেন:** যৌন এলাকায় কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যারা এই পরিষেবা দিতে আগ্রহী।
- **যোগাযোগ:** নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর-এর অধীনস্থ সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ নারী উন্নয়ন নিগম। নির্মাণ ভবন, লবণ হ্রদ, কলকাতা–৯১

প্রকল্পের নাম: স্বাবলম্বন স্পেশাল

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** এই প্রকল্পের মাধ্যমে পেশাদার যৌনকর্মীদের এবং তাদের অসুরক্ষিত কন্যাসন্তানদের সমাজে সুস্থ ও সম্মানযোগ্য জীবনযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিকল্প পেশায় নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে এই প্রথম সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **সাফল্য :** ইতিমধ্যে, প্রথাগত প্রশিক্ষণের বাইরে গিয়ে টেলিভিশন সিরিয়ালে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় এবং সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের জন্য বিশিষ্ট চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলীগণের দ্বারা প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রশিক্ষিত যৌনকর্মী এবং তাদের কন্যাসন্তানগণ বিকল্প এবং সম্মানযোগ্য পেশায় নিজের দক্ষতায় নিয়োজিত হয়েছেন এবং সমাজে সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করছেন।
- **কারা প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন :** যৌনকর্মী এবং তাদের কন্যাসন্তানগণ।
- **কারা আবেদন করবেন :** যৌন এলাকায় কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যারা এই পরিষেবা দিতে আগ্রহী।
- **যোগাযোগ :** পশ্চিমবঙ্গ নারী উন্নয়ন নিগম, পশ্চিমবঙ্গ নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের অধীনস্থ সংস্থা। নির্মাণ ভবন, লবণ হ্রদ, কোলকাতা–৯১

প্রকল্পের নাম : শিক্ষাশ্রী

- **দপ্তরের নাম :** অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর এবং আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** পিছিয়ে-থাকা-পরিবারের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে এই প্রকল্পে। অতি দরিদ্র প্রতিটি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। একদিকে খাদ্যের ব্যবস্থা, অন্যদিকে পড়াশোনা। ফলে শিক্ষাশ্রী, আজ রাজ্যের প্রতিটি তপশিলি জাতি ও তপশিলি আদিবাসী পরিবারের কাছে মুক্তির আলো এনে দিয়েছে। সরকারের অর্থে নিজের ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে দাঁড়াবে, সমাজের মূল স্রোতে মিশবে—একজন তপশিলি জাতি বা তপশিলি আদিবাসী বাবা-মায়ের কাছে এটাই অনেক বড়ো পাওনা। আর তাঁদের এই ইচ্ছে পূরণ করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। তপশিলি জাতির ক্ষেত্রে পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য বার্ষিক ৭৫০ টাকা হারে ও অষ্টম শ্রেণির জন্য বার্ষিক ৮০০ টাকা হারে এবং তপশিলি আদিবাসীর ক্ষেত্রে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য বার্ষিক ৮০০ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।
- **কারা আবেদন করবেন :** পরিবারের সারা বছরের আয় ২.৫ লক্ষ টাকা বা তার কম হতে হবে। ছেলে বা মেয়েকে তপশিলি জাতি বা তপশিলি আদিবাসী হতে হবে এবং কোনও সরকারস্বীকৃত স্কুলে পড়াশোনা করতে হবে। আবেদন করতে হবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে। টাকা পাওয়ার জন্য ব্যাংকে ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। ওই অ্যাকাউন্ট খোলবার ব্যবস্থাও রাজ্য সরকার করে দিয়েছে।

  সাংসদ, বিধায়ক, পুরপিতা, পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা পরিষদ সদস্য, সভাপতি অথবা সরকারি আধিকারিককে দিয়ে বার্ষিক আয়ের প্রমাণপত্র-সহ আবেদনপত্র বিদ্যালয়ে জমা করতে হবে।
- **যোগাযোগ :** বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রগুলি খতিয়ে দেখে ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক তথ্য একসঙ্গে নিয়ে তা ব্লক/মহকুমা শাসকের অফিসের মাধ্যমে জেলায় প্রকল্প আধিকারিকের কাছে পাঠাবেন অর্থ বরাদ্দ করার জন্য। শিক্ষাশ্রীর অর্থ সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়।

বিশদ বিবরণের জন্য— www.anagrasarkalyan.gov.in /www.adibasikalyan.gov.in

প্রকল্পের নাম : সবুজসাথী

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল বিতরণের একটি প্রকল্প 'সবুজসাথী'। ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের বাজেট বিবৃতি দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, রাজ্যের সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হবে। এই প্রকল্পই এখন 'সবুজসাথী' নামে পরিচিত। নামকরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। এই প্রকল্পে ৭০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হচ্ছে।

ছাত্রছাত্রীরা যেন ভবিষ্যতে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা অর্জন করতে পারে সেই উচ্চাশা নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বপ্নের প্রকল্প। প্রকল্পের লোগোটিও তিনিই এঁকেছেন। সাইকেলের সামনের ঝুড়ির সঙ্গে লোগোটি সংযুক্ত করা হয়েছে। ২০১৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম মেদিনীপুরের এক অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাইকেল বিতরণ শুরু করেন।

ছাত্রছাত্রীদের, প্রধানত ছাত্রীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে স্কুল-ছুট (Drop outs)-এর হার কমানোই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর এই প্রকল্প রূপায়ণের নোডাল দপ্তর। এই দপ্তরের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ তপশিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম, নোডাল এজেন্সি হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন দপ্তরের বরিষ্ঠ সচিব ও আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটি এই প্রকল্পের সাইকেল সংগ্রহ এবং বিতরণের বিষয়টি নজরদারি এবং পরিচালনা করে।

জেলাস্তরে এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য নোডাল আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এসডিও, বিডিও এবং পৌরসভার এক্সিকিউটিভ আধিকারিকেরা নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক এই প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল— বিশাল সংখ্যক সাইকেল সংগ্রহ করা। এই উদ্দেশ্যে আন্তর্বিভাগীয় টেন্ডার কমিটি গঠন করা হয়েছে।

তিনটি নামী সাইকেল প্রস্তুতকারক সংস্থা—হিরো সাইকেলস লিমিটেড, টিআই সাইকেলস লিমিটেড এবং অ্যাভন সাইকেলস লিমিটেড সাইকেল সরবরাহ করার জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

প্রকল্প রূপায়ণের কাজ ই-গভর্ন্যান্স-এর মাধ্যমে হচ্ছে। এই প্রকল্পের প্রতিটি পর্যায় সম্পর্কে সুচারুভাবে তথ্য জানার জন্য এবং এই বিশাল প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছে দিতে NIC-র সহযোগিতায় একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে— http://www.wbsaboojsathi.gov.in

- **কারা প্রকল্পের সুবিধা পাবে :** রাজ্যের সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী।
- **যোগাযোগ :** বিদ্যালয়ের প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রকল্পের নাম : যুবশ্রী

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** শ্রম দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** 'যুবশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের শ্রম দপ্তরের অধীন এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক-এ নথিবদ্ধ অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী যুবক-যুবতীরা মাসে ১৫০০ টাকা হারে ভাতা পান।

এই প্রকল্পে উপভোক্তার সংখ্যা ২.২ লক্ষ।

২০১৩ সালের ৩ অক্টোবর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে যুবশ্রী প্রকল্পের সূচনা করেন।

নথিভুক্ত যুবক-যুবতীরা যাতে নানা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে পারেন বা তাঁদের শিক্ষা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের অধীন ভাতা-প্রাপকদের প্রতি ৬ মাস অন্তর তাঁদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য এবং তিনি এখনও প্রকল্পের সমস্ত যোগ্যতাবলির অধিকারী কিনা সেই সংক্রান্ত একটি স্ব-ঘোষণা জমা করতে হয়। এই প্রকল্পের সহায়তা নিয়ে যাঁরা চাকরি পাবেন বা স্বনির্ভর হবেন তাঁরা আর এই আর্থিক সহায়তা পাবেন না। পরিবর্তে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা পর্যায়ক্রমিকভাবে এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

- **কারা আবেদনের যোগ্য :** 'চাকরিপ্রার্থী' হিসেবে রাজ্যের শ্রম দপ্তরের এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক-এ নাম নথিভুক্ত করানো এই রাজ্যে বসবাসকারী বেকার যুবক-যুবতীরা এই সুযোগ পাবেন। ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে হবে। এর বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতাও থাকতে পারে। যে বছর প্রার্থী এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন সেই বছরের ১ এপ্রিল তাঁর বয়স ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের (স্পনসর্ড) কোনও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের অধীন কোনও আর্থিক সহায়তা বা ঋণ গ্রহণ করেননি এমন যুবক-যুবতীরাই আবেদন করতে পারবেন। একটি পরিবারের মাত্র একজন সদস্যই এই প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার সুবিধা পেতে পারেন।
- **যোগাযোগ :** স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। বর্তমানে অন-লাইনে প্রার্থীরা নিজেরাই ফর্ম পূরণ করতে পারবেন। শ্রম দপ্তরের ওয়েবসাইট— www.wblabour.gov.in.

প্রকল্পের নাম: গতিধারা

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** পরিবহণ দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** কর্মহীন এবং এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকে নথিভুক্ত যুবক-যুবতীদের নিজের পায়ে দাঁড়ানো অর্থাৎ স্বনিযুক্তির একটি প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। বিশেষ করে, পরিবহণ ক্ষেত্রে যাঁরা স্বাবলম্বী হতে চান, তাঁদের কাছে আজ দারুণ সুযোগ। বাণিজ্যিক গাড়ি কেনার অর্থের বেশ কিছুটা জোগান দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের আওতায় গাড়ি কিনলে পরিবহণ দপ্তরের সহায়তায় পারমিট পেতেও অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। মূল উদ্দেশ্য, রাজ্যের গ্রামীণ এবং শহর এলাকায় পরিবহণ দপ্তরের 'গতিধারা' প্রকল্প প্রসারিত করে কর্মহীন যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলা। পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ কাঠামো উন্নয়ন নিগম, এই প্রকল্পের কার্যকরী এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে। শারীরিকভাবে পিছিয়ে থাকা যুবক-যুবতীরাও এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। ২০১৫-র সেপ্টেম্বর থেকে এই প্রকল্প শ্রম দপ্তর থেকে পরিবহণ দপ্তরের হাতে এসেছে।

  যে কোনও বাণিজ্যিক গাড়ি কিনলেই রাজ্য সরকার গাড়ির মোট দামের ৩০ শতাংশ অথবা সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা অনুদান বা ভরতুকি হিসেবে দেবে এবং এই অর্থ ফেরত দিতে হবে না। অর্থাৎ গাড়ির মোট দামের ৩০ শতাংশ দিচ্ছে রাজ্য। ওই উদ্যোগীকে নিজেকে কিছু অর্থের জোগান দিতে হবে। সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক এবং সমবায় ব্যাংক ছাড়াও প্রকল্পের তালিকাভুক্ত ১৩টি নন ব্যাংকিং ফিনান্স কর্পোরেশন (NBFC) থেকে গতিধারা প্রকল্পের জন্য আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে। এই গাড়ি কিনতে যা ভরতুকি দিতে হবে, সমস্তটাই দিচ্ছে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর। বর্তমানে 'গতিধারা' প্রকল্প রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় এবং কার্যকরী প্রকল্প। এর লোগো কর্মহীন যুবক/যুবতীদের মধ্যে এই প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার জন্য আরও বেশি উদ্দীপনা জোগাচ্ছে।

- **কারা আবেদনের যোগ্য:** যে কোনও বছরের ১ এপ্রিলের হিসেবে ওই যুবক/যুবতীর বয়স ২০ বছরের বেশি, কিন্তু ৪৫ বছরের কম হতে হবে। তবে তপশিলি জাতি ও আদিবাসী এবং ওবিসি–দের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় যথাক্রমে ৫ বছর ও ৩ বছরের ছাড় থাকবে। ওই যুবক/যুবতীকে কর্মহীন হিসেবে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকে নথিভুক্ত হতে হবে। পারিবারিক মাসিক আয় ২৫ হাজার টাকার বেশি হবে না। 'যুবশ্রী' প্রকল্পে যাঁরা সরকারি সুযোগ-সুবিধে পেয়েছেন, তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। গতিধারা–র আর্থিক সাহায্য পাওয়ার পরই যুবশ্রী প্রকল্পে প্রাপ্ত ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে। গতিধারার সুবিধা রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তিক মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বর্তমানে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে— আবেদনপত্রের সঙ্গে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সুপারিশ কাঙ্ক্ষিত।
- **যোগাযোগ:** জেলার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক (RTO)-এর অফিস এবং রাজ্য স্তরে পারমিটের জন্য স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (STA)–র বিভিন্ন আঞ্চলিক (কলকাতা, শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুর) অফিসে আবেদন বা যাবতীয় প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রকল্পের নাম : লোকপ্রসার

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** পশ্চিমবঙ্গের বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বর্ণময় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন লোক-আঙ্গিকের বা ধারার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন, বিকাশ এবং সমৃদ্ধির পাশাপাশি লোকশিল্পীদের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটানো, তাঁদের যথাযথ মর্যাদাদান এবং আর্থিক সহায়তা করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া, লোকসংস্কৃতির শক্তিশালী মাধ্যমটিকে জনসচেতনতা ও উন্নয়নমূলক কাজের প্রচারে ব্যবহার করাও এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বিভিন্ন ধারার শিল্প ও শিল্পীকে সম্মান ও মর্যাদাদানের মধ্য দিয়ে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। ঘটানো হয়েছে মূলধারার সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধন।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে লোকশিল্পীদের শিল্পী পরিচয়পত্র প্রদান করা, শিল্পীদের বহাল ভাতার ব্যবস্থা করা ও উন্নয়নমূলক সরকারি প্রকল্পের প্রচারের কাজে লাগানো হচ্ছে। দুস্থ ও বয়স্ক লোকশিল্পীদের মাসিক পেনশনেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সারা রাজ্যে ইতিমধ্যে প্রায় ৮৫ হাজার লোকশিল্পীকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে। ৬০ বছরের বেশি বয়সের লোকশিল্পীরা প্রতি মাসে ১০০০ টাকা করে পেনশন পাচ্ছেন। ৬০ বছরের কম বয়সের লোকশিল্পীরা সরকারের নানা প্রচারের কাজে অংশ নিচ্ছেন এবং সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠানে তাঁদের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পাচ্ছেন। মাসে ১০০০ টাকা করে বহাল ভাতা পাচ্ছেন তাঁরা। কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, শিক্ষাশ্রী, খাদ্য সাথী, সবুজশ্রী, সবুজ সাথী, সমব্যথী ইত্যাদি প্রকল্পগুলির প্রচারে বিশ্বখ্যাত লোকশিল্পীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা পালন করছেন এবং সরকারি প্রচারে অংশ নিয়ে তাঁরা অনুষ্ঠান-পিছু ১ হাজার টাকা সম্মান দক্ষিণা পাচ্ছেন।

পেনশন ও বহাল ভাতার টাকা শিল্পীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা পড়ে যায়। সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোকে সফল করে তুলতে লোকশিল্পীরা তাঁদের আকর্ষণীয়, বর্ণময়, সহজবোধ্য আঙ্গিক ব্যবহার করছেন। সাধারণ মানুষের কাছে এইভাবে তাঁরা প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের তথ্য ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই লোকপ্রসার প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরম্পরা ও ঐতিহ্যের বিকাশের কাজকে অপ্রতিহত করে তুলেছেন। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীই আজ নিজেদের হারানো ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব 'বোর্ড' গঠনের মাধ্যমে এই কাজ আরও গতি পাচ্ছে। লুপ্তপ্রায় লোক-সংস্কৃতির নানা ধারা পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পদের গুণমান ও পরিমাণ—দুটোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারাকে বাঁচিয়ে রাখা ও উন্নত করার প্রয়াস নিচ্ছেন। তাঁদের কাছেও শিল্পীর পরিচয়পত্র এবং বহাল ভাতা দুটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

প্রকল্পের নাম: স্বাস্থ্য সাথী

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
- **উদ্দেশ্য:** উন্নতমানের আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রত্যেক প্রান্তিক মানুষের দরজায় পৌঁছে দেওয়া। এবং সেটি স্বচ্ছতা ও আধুনিকতার পাশাপাশি অত্যাধুনিক ই-প্রযুক্তি ব্যবহার করে। রাজ্যের কয়েক লাখ আইসিডিএস কর্মী, আশা কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, হোমগার্ড, গ্রিন পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মী, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সকল সদস্য, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আংশিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, অর্থ দপ্তরের অনুমতিক্রমে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মুখে আজ হাসির ঝিলিক।

অন্যান্য স্মার্ট কার্ডের মতো এই কার্ড নিয়ে সমস্ত সরকারি হাসপাতাল-সহ ৭০০-র বেশি বেসরকারি হাসপাতালে যেতে হবে। ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ওই কার্ডধারীর পরিবারের যে কেউ, বছরে চিকিৎসা পাবেন, ক্যাশলেস হিসেবে। বিশেষ জটিল রোগের ক্ষেত্রে ৩.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমার আওতায় থেকে চিকিৎসা করা যাবে।

এই স্বাস্থ্য বিমার আওতায় ১৯০০-র বেশি ধরনের রোগের চিকিৎসার সুবিধা দিচ্ছে সরকার। হাসপাতালে থাকাকালীন সমস্ত চিকিৎসা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধ, খাবার দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে। এছাড়া যাতায়াত ভাড়া বাবদ ২০০ টাকা এবং ভর্তির একদিন আগে ও ছাড়া পাওয়ার পরের ৫ দিনের ওষুধও বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, স্বাস্থ্য সাথী নিয়ে চালু হয়ে গিয়েছে মোবাইল অ্যাপস। রয়েছে ফেসবুক, ট্যুইটার এবং টোল-ফ্রি নম্বরে (১৮০০-৩৪৫-৫৩৮৪) সমস্ত তথ্য জানা এবং অভিযোগ জানানোর সুবিধা। এছাড়াও ওয়েব পেজ: www.swasthasathi.gov.in-এ সমস্ত তথ্য জানা যাবে। একদম প্রান্তিক এলাকাতেও কোন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত, চিকিৎসকের নাম, কাছাকাছি কোথায় কোন ধরনের সুপার স্পেশালিটি রয়েছে, কোন হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স—আইসিইউ রয়েছে ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি তথ্য হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ।

- **কারা আবেদন করবেন:** সিভিক ভলান্টিয়ার্স, গ্রিন ভলান্টিয়ার্স, ভিলেজ ভলান্টিয়ার্স, সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স, বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মী, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বল (এনভিএফ), হোমগার্ড, আইসিডিএস কর্মী ও সহকারী, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের স্বনির্ভর গোষ্ঠী, পঞ্চায়েতিরাজ ইনস্টিটিউটের চুক্তিভিত্তিক ও ঠিকা-শ্রমিক, পুর এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠী, আশা কর্মী, অনারারি হেলথ ওয়ার্কার্স, অর্থ দপ্তরের অধীনে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চুক্তিভিত্তিক ও ঠিকা-শ্রমিকেরা আবেদন করবেন। স্বামী/স্ত্রী, তাঁদের ওপর নির্ভরশীল পিতামাতা ও শ্বশুর-শাশুড়ি এবং ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়ে প্রত্যেকে এই স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা পাবেন। এছাড়াও ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবার এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আংশিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

- **যোগাযোগ:** প্রতি জেলায় ব্লকস্তরে বিডিও অফিস, শহর ও শহরতলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুরসভা এবং অবশ্যই ২৪ ঘণ্টা চালু থাকা টোল-ফ্রি নম্বর— ১৮০০-৩৪৫-৫৩৮৪।

প্রকল্পের নাম: শিশুসাথী

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই রাজ্যের শিশুস্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে চিন্তাশীল। এরই ফলশ্রুতিতে কমেছে শিশুমৃত্যু হার। রাজ্যের প্রতিটি শিশুর সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য তিনি একাধিক উদ্যোগ নিয়েছেন। এই উদ্যোগেই নতুন সংযোজন শিশুসাথী প্রকল্প। এই প্রকল্পের নামও দিয়েছেন নিজে। ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে পথ চলতে শুরু করেছে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের এই প্রকল্প।

  জন্মের পর কি শিশুর হার্টের সমস্যা ধরা পড়েছে? হার্টে ফুটো, কোনও ভালভ ঠিকমতো তৈরি না হওয়া, হার্টে রক্ত চলাচলে সমস্যা ইত্যাদি যে কোনও রোগ অর্থাৎ চিকিৎসক কি কনজেনিটাল কার্ডিয়াক ডিফেক্ট (Congenital Cardiac Defect) জাতীয় কিছু বলেছেন? একদম চিন্তা না করে চলে আসা যাবে কলকাতার ২টি সরকারি এবং ৬টি বেসরকারি হাসপাতালের যে কোনওটিতে। তবে সেটি অবশ্যই জেলার বা ব্লকস্তরে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের মাধ্যমে, সরাসরি নয়।

  ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ওই শিশুর হার্টের চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। শুধু তাই নয়, শিশু-সহ বাড়ির একজনের থাকা, সমস্ত ধরনের জটিল অস্ত্রোপচারের সব দায়িত্বই রাজ্য সরকারের। হার্টের বিভিন্ন জটিল সমস্যার চিকিৎসা বিনামূল্যে করিয়ে বাবা-মা, শিশুকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারছেন।

  সরকারি হাসপাতাল এসএসকেএম এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ছাড়াও বেশ কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই পরিষেবা পাওয়া যায়।

- **কারা এই সুযোগ পাবেন:** এককথায় ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত রাজ্যের যে কোনও শিশু। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী, শিশুর পরিবারের আয়ের কথা মাথায় রাখতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ, পরিবারের যত কম বা যত বেশি আয়-ই হোক, এপিএল বা বিপিএল— তা হিসেবের মধ্যে ধরা হবে না। শিশুটি রাজ্যের, এটাই শেষ কথা।

- **যোগাযোগ :** কলকাতার এসএসকেএম (পিজি হাসপাতাল) এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, জেলায় মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অর্থাৎ CMOH এবং ব্লকস্তরে BMOH-এর কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রকল্পের নাম : মাভৈঃ (ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্‌থ স্কিম ফর দ্য জার্নালিস্ট-২০১৬)

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** সরকারি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রাপ্ত বিভিন্ন মাধ্যমের সাংবাদিকদের জন্য স্বাস্থ্য বিমা চালু করা হয়েছে এই প্রকল্পে। সংবাদমাধ্যম গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত ও সম্মানিত। এই মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বদা সজাগ ও শ্রদ্ধাশীল। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন এই পেশাকে ক্রমশ চ্যালেঞ্জবহুল করে তুলেছে। অন্যান্য পেশার থেকে এই পেশার কর্মপরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে ও কর্ম পদ্ধতিতেও হয়ে চলেছে ব্যাপক পরিবর্তন। কর্ম বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও সংবাদমাধ্যম হয়ে উঠেছে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। পশ্চিমবঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রাপকদের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার গঠনের প্রথম দিন থেকে রাজ্যে সাংবাদিকদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ সুবিধা দিতে মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছায় চালু হয়েছে এই স্বাস্থ্য বিমা। রাজ্য সরকারি কর্মীদের মতো সরকার স্বীকৃত এবং তালিকাভুক্ত, রাজ্যের সমস্ত সাংবাদিক এবং চিত্র-সাংবাদিকদের জন্য এই নতুন স্বাস্থ্য বিমা চালু করা হল। এই বিমার আওতায় নির্দিষ্ট সাংবাদিক এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যরা প্রতিটি সরকারি এবং তালিকাভুক্ত নির্দিষ্ট কিছু বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে পারবেন।

  পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য বলতে স্ত্রী (যিনি মেডিক্যাল অ্যালাওয়েন্স পান না), বাবা-মা যাঁদের মাসিক আয় ৫ হাজার টাকার কম, ছেলেমেয়ে, অবিবাহিত-বিধবা-ডিভোর্সি বোন এবং নাবালক ভাইবোন এই স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আসবেন।
- **কারা আবেদনের যোগ্য :** জেলা হোক বা কলকাতা, সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা (Govt. Accredited Journalist) রাজ্য সরকারি কর্মীদের মতো এই স্বাস্থ্য প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত আবেদন করা যায়।
- **যোগাযোগ :** জেলার ক্ষেত্রে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক এবং কলকাতার ক্ষেত্রে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের হেল্প ডেস্কে নির্দিষ্ট ফর্মেই আবেদন করতে হবে। এই আবেদন, সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, সেখানকার সম্পাদক বা সমমর্যাদার কোনও ব্যক্তি সই করে দিলে তবে সেটি জমা করা যাবে।

প্রকল্পের নাম: স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্তি দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** রাজ্য জুড়ে সফল উদ্যোগী গড়ে তোলা। শহর ও গ্রাম—দু জায়গাতেই বেকার যুবক-যুবতীদের স্ব-নিযুক্তির উদ্দেশ্যে এটি একটি পথিকৃৎ প্রকল্প। প্রকল্পটি রূপায়িত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার নিগম লিমিটেড (WBSCL)-এর মাধ্যমে। যাঁরা নিজের উদ্যোগে কোনও ব্যবসা বা কর্মসংস্থানের কাজ করবেন এবং একই অঞ্চলের ৫ বা ততোধিক ব্যক্তি মিলে দল তৈরি করে কোনও আর্থিক উদ্যোগ শুরু করবেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের সরকারি ভরতুকি দেওয়া হবে। ছোটো ছোটো উৎপাদন ক্ষেত্র, নির্মাণশিল্প, ব্যবসা, পরিষেবা, কৃষি-ভিত্তিক শিল্প, ফুলচাষ, উদ্যানপালন, প্রাণীপালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয়ের ৩০ শতাংশ ভরতুকি বাবদ পাওয়া যাবে অর্থাৎ ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং দলগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। কমপক্ষে ৫ জনের দল হতে হবে। একটি পরিবারের শুধু একজন সদস্যই দলে থাকবেন।

ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে এর নাম 'আত্মমর্যাদা' এবং প্রকল্প ব্যয় ১০ লাখ টাকা। দলগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে এর নাম 'আত্মসম্মান' এবং প্রকল্প ব্যয় ২৫ লাখ টাকা। উদ্যোক্তা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫ শতাংশ ব্যয় বহন করবেন। কেবলমাত্র মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে এই সরকারি ঋণ দেওয়া হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ-এর নামে এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয় ২০১২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। তাদের ভরতুকি দেওয়ার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। যেহেতু রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলের যুবক-যুবতীদের স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হচ্ছে, তাই আঞ্চলিক ক্ষেত্রে কাঁচামাল প্রাপ্তির

ভিত্তিতে নানা ধরনের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের কথা ভাবা হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে যেসব কাঁচামাল পাওয়া সহজ, সেগুলিকে ভিত্তি করে নানা ধরনের প্রয়োজনীয় এবং নতুন জিনিস তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এমন অনেক কাঁচামাল বাংলার গ্রামাঞ্চলে সুলভ, যেগুলির ব্যবহার অজানা থাকায় কাজে লাগানো যায়নি এতদিন। বর্তমানে যথাযথভাবে সেগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি হচ্ছে, রাজ্যের বাইরেও সেগুলির চাহিদা থাকছে। ফলে আয় হচ্ছে সহজে। তাছাড়া বাংলার চিরাচরিত শিল্পকর্ম তো আছেই।

- **কারা আবেদন করতে পারবেন:** যাঁদের পারিবারিক মাসিক আয় ১৫ হাজার টাকার ঊর্ধ্বে নয় এবং শিল্প, বাণিজ্য ও পরিষেবা সংক্রান্ত ইউনিট নতুন করে তৈরি করতে উদ্যোগীরা আবেদন করতে পারবেন।
- **যোগাযোগ:** পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার নিগম লিমিটেড (West Bengal Swarojgar Corporation Ltd.)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর, ইস্ট ইন্ডিয়া হাউস (প্রথম তল), ২০বি আব্দুল হামিদ স্ট্রিট, কলকাতা-৬৯, email : wbscl@yahoo.com

  জেলা বা মহকুমা: যে কোনও যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোগী ব্লক/পৌরসভা/বরো স্তরের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর থেকে ফর্ম সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রকল্প সহায়কের কাছে প্রকল্প প্রতিবেদন-সহ জমা দেবেন। প্রকল্প সহায়করা এ কাজে সাহায্য করবেন।

প্রকল্পের নাম: পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর সহায়ক প্রকল্প

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্তি দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণের সুদে ভরতুকি দিয়ে ঋণের বোঝা কমানো।

স্বনির্ভর দলগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক, আঞ্চলিক গ্রামীণ এবং সমবায় ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় বার্ষিক ১১ শতাংশ হারে। সরকার এই সুদের ৯ শতাংশ ভরতুকি হিসেবে দেয়। বাকি ২ শতাংশ স্বনির্ভর দলগুলিকে দিতে হবে।

ঋণ-ভরতুকির সুবিধাপ্রাপ্ত স্বনির্ভর দলগুলিকে ঋণদানকারী ব্যাংকগুলি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এই ভরতুকি দাবি করতে পারে পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার কর্পোরেশন লিমিটেডের কাছে। এই দাবি সঠিক বিবেচিত হলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অ্যাকাউন্টে ওই ভরতুকির টাকা RTGS/NEFT-এর মাধ্যমে জমা পড়বে।

- **কারা আবেদন করতে পারবেন:** রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি।
- **যোগাযোগ:** ম্যানেজিং ডিরেক্টর, পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার কর্পোরেশন লিমিটেড (West Bengal Swarojgar Corporation Ltd.—WBSCL)

  স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর, ইস্ট ইন্ডিয়া হাউস (প্রথম তল), ২০বি আব্দুল হামিদ স্ট্রিট, কলকাতা-৬৯, email : wbscl@yahoo.com·

প্রকল্পের নাম : মুক্তিধারা

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, উন্নয়নের ডানায় ভর করে বাঁচার স্বপ্ন দেখা, দলগতভাবে দারিদ্র্যের মোকাবিলা করা এবং স্থায়ী উন্নয়নের পথে হাঁটা—এইভাবেই 'মুক্তিধারা' বাংলার প্রান্তিক জীবনে পরিবর্তন আনছে।

  রাজ্য সরকার এবং নাবার্ডের আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণে 'মুক্তিধারা' পুরুলিয়াতে শুরু হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে প্রকল্পটি রূপায়ণ করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে বহুমুখী পরিকল্পনায় উন্নয়নের কাজ চলছে। গ্রামবাংলার চিরাচরিত পেশাগুলিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রশিক্ষিত করে তাঁদের জীবন-জীবিকার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের চেষ্টা চলছে।

  ২০১৩-র ৭ মার্চ স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্তি দপ্তরের মাধ্যমে 'মুক্তিধারা' প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে পুরুলিয়ায় শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বলরামপুর এবং পুরুলিয়া-১-এর ১৩৯টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের এই প্রকল্পে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রাজ্যের নানা জেলায় 'পুরুলিয়া মডেল' চালু করা হয়েছে। পুরুলিয়াতে এই প্রকল্প সফল হওয়ায় প্রথমে পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রকল্পটি চালু হয় এবং বর্তমানে হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪-পরগনা, দক্ষিণ ২৪-পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানেও 'মুক্তিধারা' চালু হতে চলেছে।
- **কারা আবেদন করবেন :** রাজ্যের যে জেলাগুলিতে এই প্রকল্প চলছে সেইসব জেলার দরিদ্র মানুষজন স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। পূর্ব গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য যাঁরা কোনও সরকারি প্রশিক্ষণ পাননি, তাঁরাও এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারেন।
- **যোগাযোগ :** এই প্রকল্পের জন্য জেলাস্তরে জেলা প্রশাসনিক টিম তৈরি করা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন পদাধিকারীর সঙ্গে উন্নয়নের সঙ্গে মূল ধারায় যুক্ত সরকারি বিভাগগুলি, যেগুলিকে লাইন ডিপার্টমেন্ট বলে, সেগুলিকেও যুক্ত করা হয়েছে। জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিক, ব্লকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সুপার ভাইজার–এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর নিগম লিমিটেড (WBSCL) এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে।

প্রকল্পের নাম: সামাজিক সুরক্ষা যোজনা-২০১৭

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** শ্রম দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকদের বার্ধক্যজনিত দুর্দশা, কঠোর জীবন সংগ্রাম, শারীরিক অক্ষমতা ও অসমর্থতা, সন্তান প্রতিপালনে অসুবিধা, রোগ নিরাময় এবং আরোগ্যলাভের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা—এইসব সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি তাঁদের আয় সুনিশ্চিত করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

সকল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক বা কর্মীকে সমান সুবিধা দিতে এবং সুবিধা পাওয়ার পদ্ধতিকে সহজতর করতে পূর্বে প্রচলিত পাঁচটি পরিকল্প বা স্কিমকে একত্রিত করে 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা—২০১৭' (এসএসওয়াই ২০১৭) নামে একটি সম্পূর্ণ নতুন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বা যোজনা চালু করা হল। এই পাঁচটির মধ্যে বর্তমানে অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি পরিকল্প, পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা পরিকল্প এবং পশ্চিমবঙ্গ বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ পরিকল্প সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে। নির্মাণ ও পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য চালু থাকা সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্প দুটি সংশোধন করে নতুন যোজনায় প্রাপ্ত সুবিধাগুলি পুরোনো পরিকল্পগুলো থেকে বাতিল করা হয়েছে। অন্যান্য সুবিধাগুলি চলতে থাকবে।

এই যোজনাটি শ্রম দপ্তর দ্বারা অসংগঠিত শিল্প ও স্বনিযুক্ত পেশার অনুমোদিত তালিকার প্রত্যেক যোগ্য অসংগঠিত শ্রমিকের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রযোজ্য। উপরোক্ত প্রকল্পগুলিতে ৩১.৩.১৭ পর্যন্ত নথিভুক্ত সমস্ত শ্রমিককেই এই নতুন যোজনায় ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৭-র ৩ এপ্রিল থেকে এটি কার্যকর হচ্ছে।

এই প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রগুলি হল— • ভবিষ্যনিধি • স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ • মৃত্যু ও শারীরিক অসমর্থতা • শিক্ষা • প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বিকাশ।

- **ভবিষ্যনিধি:** প্রতি মাসে শ্রমিক/কর্মীরা ২৫ টাকা করে জমালে, রাজ্য সরকার ৩০ টাকা করে তাঁদের তহবিলে জমা করবে এবং সাধারণ প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর হারে বার্ষিক সুদ দেবে রাজ্য সরকার। ৬০ বছর হয়ে গেলে অথবা কোনও কারণে শ্রমিক/কর্মী এই সঞ্চয় প্রকল্প না চালাতে চাইলে বা মৃত্যুর কারণে অ্যাকাউন্ট চালু না থাকলে সুদ-সহ সঞ্চিত টাকা তুলে নিতে পারেন, অথবা তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে বা বৈধ উত্তরাধিকারিকে ফেরত দেওয়া হবে।

- **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ:** অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধীনে এই প্রকল্পের কোনও সুবিধাভোগী গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে চিকিৎসার সুবিধা নিতে চাইলে বছরে সর্বাধিক ২০ হাজার টাকার চিকিৎসা-সংক্রান্ত আর্থিক সহায়তা করা হবে। রোগ পরীক্ষা ও ওষুধের দাম এবং হাসপাতালে ভর্তির খরচ সম্পূর্ণটাই পাওয়া যাবে। সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলে কর্মদিবস নষ্ট হওয়ার কারণে প্রথম ৫ দিনের জন্য ১ হাজার টাকা এবং পরবর্তী দিনগুলোতে ১০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা পাবেন কিন্তু একবারে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। সুবিধাপ্রাপকরা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবেন কিন্তু এই সংক্রান্ত ব্যয় বছরে ২০ হাজার টাকার বেশি দেওয়া হবে না। উপভোক্তার বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের অপারেশনের ক্ষেত্রে ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
- **মৃত্যু ও শারীরিক অসমর্থতা:** দুর্ঘটনার কারণে উপভোক্তার মৃত্যু হলে ২ লক্ষ টাকা এবং সাধারণ মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকা উপভোক্তার মনোনীত ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। উপভোক্তার ন্যূনতম ৪০% শারীরিক অসমর্থতা থাকলে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। দুর্ঘটনার কারণে ২টি চোখ, ২টি হাত ও ২টি পায়ের কর্মক্ষমতা নষ্ট হলে যথাক্রমে ২ লক্ষ টাকা এবং ১টি চোখ, ১টি হাত, ১টি পায়ের কর্মক্ষমতা নষ্ট হলে ১ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হবে।
- **শিক্ষা:** শ্রমিক কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষাগত উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে যথাক্রমে ৪ ও ৫ হাজার টাকা, আইআইটি ও স্নাতক স্তরে ৬ হাজার টাকা, পলিটেকনিক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ১০ হাজার টাকা, মেডিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ৩০ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। দুটি কন্যাসন্তান পর্যন্ত স্নাতকস্তর শেষ করা অবধি অবিবাহিত থাকলে প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। 'স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিনস স্কলারশিপ স্কিম'-এর সুবিধা যারা পাবে তারা এই সুবিধা পাবে না। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত এবং সংবিধিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যারা পড়াশুনা করবে এবং সরকারের অন্য কোনও বৃত্তি বা প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছে না তারাই এই সুবিধা নিতে পারবে।
- **প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বিকাশ:** শিল্পে কর্মসংস্থান ও স্বনিযুক্তির পথ দেখাতে প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিখরচায় বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট উৎপাদনভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেবে।

- **কারা আবেদন করতে পারবেন:** অসংগঠিত শ্রমিক এবং পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮-৬০ বছরের মধ্যে। পারিবারিক মাসিক আয় ৬৫০০ টাকার বেশি হবে না।

অসংগঠিত শ্রমিকদের ইতিমধ্যে প্রদত্ত সামাজিক মুক্তিকার্ড (এসএমসি), নিবন্ধ সংখ্যা এবং পাসবই এই প্রকল্পের জন্য বৈধ বলে গণ্য করা হবে। এই যোজনায় নতুনভাবে নিবন্ধীকৃত সকল শ্রমিককে প্রকল্পের সুবিধা লাভের জন্য সামাজিক মুক্তিকার্ড প্রদান করা হবে। বিভিন্ন প্রকল্পে ইতিমধ্যে যাঁরা নাম নথিভুক্ত করেছেন অথচ সামাজিক মুক্তিকার্ড পাননি তাঁদেরও এই সামাজিক মুক্তিকার্ড (এসএমসি) প্রদান করা হবে। যে কোনও অসংগঠিত শ্রমিক জেলা ও মহকুমার ৬৭টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর (আরএলও) এবং ব্লক ও পৌরসভার ৪৮০টি শ্রম কল্যাণ সহায়তা কেন্দ্রের (এলডব্লিউএফসি) যে কোনও একটিতে গিয়ে সামাজিক মুক্তিকার্ড (এসএমসি) ব্যবহার করতে পারবেন।

ভবন এবং অন্যান্য নির্মাণ কর্মী ও তাঁদের পরিবারের জন্য বর্তমান প্রকল্প অনুসারে প্রদত্ত সামাজিক সুরক্ষামূলক সহায়তাগুলিকে নিম্নরূপে সংশোধন করা হয়েছে:

সহায়তা সমূহ	প্রদেয় অর্থরাশি
পেনশন	
১। নথিভুক্ত শ্রমিকের জন্য	মাসিক ৭৫০/- টাকা হারে পেনশন প্রদত্ত হবে এবং পাঁচ বছরের বেশি নথিভুক্ত থাকলে পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য আরও ১০/- টাকা করে পেনশন বৃদ্ধি পাবে।
২। নথিভুক্ত শ্রমিকের পরিবার	নথিভুক্ত শ্রমিকের সর্বশেষ প্রাপ্ত পেনশনের ৫০ শতাংশ হারে।
অন্যান্য সুরক্ষামূলক সহায়তা	
১। দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য পেনশন	মাসিক ৭৫০/- টাকা হারে।

পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য প্রদত্ত সামাজিক সুরক্ষামূলক সহায়তাগুলি নিম্নরূপে সংশোধন করা হয়েছে:

ক্রমিক সংখ্যা	সহায়তার বিবরণ	সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্যতামান	প্রদেয় অর্থরাশির পরিমাণ
১।	পেনশন	নথিভুক্ত শ্রমিকের বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হতে হবে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে এই প্রকল্পে ন্যূনতম পাঁচ বছর সদস্যপদ চালু রাখতে হবে।	মাসিক ১৫০০/- টাকা হারে পেনশন প্রদত্ত হবে এবং পাঁচ বছরের বেশি নথিভুক্ত থাকলে পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য আরও ১০/- টাকা করে পেনশন বৃদ্ধি পাবে।
২।	পারিবারিক পেনশন		উপভোক্তার সর্বশেষ প্রাপ্ত পেনশনের ৫০ শতাংশ হারে
৩।	চিকিৎসা সহায়তা	কেবলমাত্র অটো এবং ট্যাক্সি চালকদের জন্য নগদবিহীন চিকিৎসা পরিষেবা প্রাপ্তির সুবিধা।	রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা প্রকল্প (RSBY)-এর অনুরূপ চিকিৎসা পরিষেবা সহায়তা বাবদ সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- টাকা।
		অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে	নথিভুক্ত শ্রমিকের নিজের চিকিৎসার জন্য প্রতি বছর সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- টাকা এবং পরিবারের সদস্য-সহ নথিভুক্ত শ্রমিকের নিজের জন্য প্রতি বছর সর্বোচ্চ ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা।

অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ-এর অধীনে নিবন্ধীকৃত কর্মীর শনাক্তকরণের জন্য প্রদত্ত সামাজিক মুক্তিকার্ড প্রাপকরা এই সুবিধা পাবেন। নতুন করে যাঁরা নথিভুক্ত তাঁদেরও সামাজিক মুক্তিকার্ড দেওয়া হবে।

- **যোগাযোগ:** পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্র ‘শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ’ নোডাল এজেন্সি হিসাবে এটির পরিচালনা ও রূপায়ণের দায়িত্বে। ব্লক, পৌরসভা অথবা পৌর নিগমের অফিসে অথবা বিশেষ শিবিরে নাম নথিভুক্ত করতে হবে।

প্রকল্পের নাম : সমব্যথী

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর।
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** পরিবারের অতি আপনজন, নিকটাত্মীয় কিংবা পাড়ায় দীর্ঘদিনের পরিচিত প্রতিবেশীর মৃত্যু ঘটেছে। শোকাতুর পরিবার। পাড়ায়, গ্রামে, মহল্লায় শোকের ছায়া। একই সঙ্গে আরও একটি চিন্তা পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম বা কবর দেওয়ার খরচ কী করে জোগাড় হবে। পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার।

  এই প্রকল্পের দ্বারা দুস্থ পরিবারের কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম, মৃতদেহের সৎকার, কবরস্থ বা অন্যান্য প্রচলিত রীতিনীতি পালন করার জন্য মৃতের খুব কাছের কোনও আত্মীয়কে এককালীন ২ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে।

  অর্থাৎ, দুস্থ মানুষের মৃত্যুতেও সমব্যথী রাজ্য সরকার।
- **কারা আবেদন করতে পারবেন :** মৃতের পরিবারকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা এবং আর্থিকভাবে দুর্বল বা দুস্থ হতে হবে। মৃত ব্যক্তির শেষকৃত্য অর্থাৎ দাহ বা কবরের কাজ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে করতে হবে। মৃতের পরিবারের সদস্য বা নিকট প্রতিবেশীকে মৃত্যুর প্রমাণের সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।
- **যোগাযোগ :** পঞ্চায়েত এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস আর পৌর এলাকায় পৌরসভার অফিসের মাধ্যমে এই সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। শ্মশান/কবরস্থানে পরিষ্কার সাদা কাগজে মৃত্যুর প্রমাণপত্র-সহ আবেদন করলে এই অনুদান নগদে পাওয়া যাচ্ছে। নিকটাত্মীয় না থাকলে নিকট প্রতিবেশীও আবেদন করতে পারবেন।

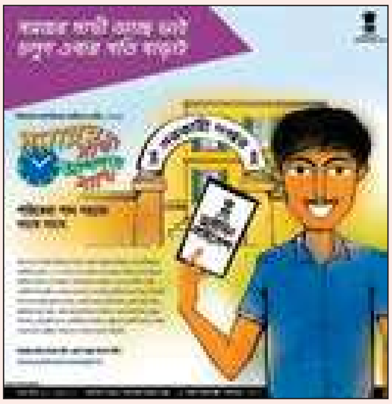

প্রকল্পের নাম : সময়ের সাথী

- **নোডাল দপ্তরের নাম :** উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর
- **আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য :** রাজ্যের নাগরিকরা যাতে কোনও সরকারি পরিষেবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পায়, সে ব্যাপারে সক্রিয় রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, সরকারি কর্মীরা যাতে কাজের গতি বাড়িয়ে মানুষকে নির্দিষ্ট সময়ে পরিষেবা দিতে পারেন, সে ব্যাপারেও তাঁদের নিয়মের বাঁধনে বাঁধা হল 'ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু পাবলিক সার্ভিস অ্যাক্ট, ২০১৩' প্রণয়নের মাধ্যমে। এই আইন যাতে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হয় তা নিশ্চিত করতে গঠিত হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এর ফলে এ রাজ্যে সময়ের কাজ সময়ে পাওয়ার অধিকার অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত হল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন, ২০১৩-র আওতায় যখনই কেউ আবেদন করবেন, তাঁকে ফর্ম-১-এ প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করতে হবে। পরিষেবা প্রার্থীকে দেখে নিতে হবে, প্রাপ্তি স্বীকার পত্রে পরিষেবা প্রাপ্তির তারিখের উল্লেখ আছে কিনা। মাথায় রাখতে হবে, এই তারিখ দেওয়া হয়, সমস্ত সরকারি ছুটির দিন বাদ দিয়ে।
- **কী কী পরিষেবা এই আইনের আওতায় নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া যাবে :** নতুন রেশন কার্ড, রেশন কার্ডে নাম বা ঠিকানা পরিবর্তন বা নতুন সংযোজনের ক্ষেত্রে ব্লক স্তরে ইন্সপেক্টর, সাব ইন্সপেক্টর বা রেশনিং অফিসারের কাছে আবেদন করতে হবে। এই আইন অনুসারে আবেদন করার ৩০ দিনের মধ্যে তিনি নতুন বা পরিবর্তিত কার্ড পাবেন। ডুপ্লিকেট মার্কশিট, শংসাপত্র বা অ্যাডমিট কার্ড পেতে গেলে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারির কাছে আবেদন রাখতে হবে এবং ১৫ দিনের মধ্যে তিনি এটি পেয়ে যাবেন। তপশিলি জাতি ও আদিবাসী সংক্রান্ত শংসাপত্র পেতে জেলাস্তরে মহকুমা শাসক বা ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার অফিসারের কাছে আবেদন করতে হবে। কলকাতার ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের ডেপুটি বা যুগ্ম ডিরেক্টরের কাছে আবেদন করতে হবে। সময় লাগবে ৪ সপ্তাহ। পুরসভা এলাকায় জলের সংযোগ পেতে সংশ্লিষ্ট পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারকে আবেদন করতে হবে এবং ১০ দিনের মধ্যে তা মিলবে। দমকল বিষয়ে ছাড়পত্র পেতে সময় লাগবে ৬০ দিন এবং দপ্তরের কালেক্টর, ফায়ার লাইসেন্স-এর কাছে আবেদন করতে হবে। গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের জন্য নির্দিষ্ট সময় ৫ দিন। আবার ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে সমস্ত ধরনের টেস্ট ও বায়োমেট্রিক পরীক্ষায় পাশের পর ৭দিন সময় লাগবে। প্রতি ক্ষেত্রেই মোটর ভেহিকেলস বিভাগের এআরটিও (ARTO)-র কাছে আবেদন করতে হবে।
- **কারা আবেদনের যোগ্য :** প্রজ্ঞাপিত পরিষেবা পাওয়ার যোগ্য যে কোনও নাগরিক।
- **কোথায় আবেদন করবেন :** এই আইনের আওতায় প্রজ্ঞাপিত কোনও নির্দিষ্ট পরিষেবা পাওয়ার জন্য ডেজিগনেটেড অফিসারের কাছে আবেদন করতে হবে। এই আইনের আওতায় নির্দিষ্ট সময়ে পরিষেবা না পেলে ফর্ম-২-তে অ্যাপিলেট অফিসারের কাছে আবেদন করুন। প্রতি জেলায় কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ফেয়ার বিজনেস প্রাক্টিসেস দপ্তরের আঞ্চলিক অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করুন। এছাড়া বারাকপুর, সল্টলেক, দুর্গাপুর এবং শিলিগুড়ির মহকুমা অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের ক্রেতা সুরক্ষা ভবনের পঞ্চম তলে জনপরিষেবা অধিকার আইনের অফিসে যোগাযোগ করা যাবে। যে কোনও ধরনের তথ্যের জন্যই সরাসরি টোল ফ্রি নম্বর—১৮০০-৩৪৫-২৮০৮-এ ফোন করুন। এছাড়া www.wbconsumers.gov.in-এও যোগাযোগ করা যাবে।

আসুন সবাই মিলে শপথ করি,
গর্বের বাংলা গড়ি